Hume

হিউম

হিউমের মতে মুদ্রণ ও ধারণার মধ্যে পার্থক্য কি ?

হিউমের মতে ইন্দ্রিয়জ বা মুদ্রণ হচ্ছে মূল প্রত্যক্ষ বিষয় এবং ধারণা হচ্ছে তার প্রতিলিপি বা নকল । মুদ্রণ হচ্ছে সজীব ও স্পষ্ট কিন্তু ধারণা হল মুদ্রণের ক্ষীণ ও অস্পষ্ট নকল ।ইন্দ্রিয়জ বা মুদ্রণ , সজীব ও স্পষ্ট কিন্তু ধারণা হল ইন্দ্রিয়জের ক্ষীণ ও অস্পষ্ট নকল । ইন্দ্রিয়জ, ধারণার পূবগামী যদি ও কোন কোন ক্ষেত্রেধারণার ওইন্দ্রিয়জ হয় ।সকল প্রকার সংবেদন, কামনা ও আবেগ যখন আমাদের মনে শক্তি ও তীব্রতা নিয়ে প্রথম প্রবেশ করে , তখন তাকে বলে ইন্দ্রিয়জ, আর ইন্দ্রিয়জ সম্পর্কে যখন আমরা চিন্তা করি - তখন তা হচ্ছে ধারণা । ইন্দ্রিয়জ হচ্ছঅভিজ্ঞতার সাক্ষাৎ উপাত্ত , কিন্তু ধারণা হচ্ছে পরোক্ষ উপাদান । সংবেদনমূলক ইন্দ্রিয়জ অজ্ঞাত কারণ থেকে আসে - তা হিউম কখনও কখনো বলেছেন। কিন্তু ধারণার কারণ হচ্ছে ইন্দ্রিয়জ । তাছাড়া প্রত্যেকটি সরল ধারণার অনুরূপ ইন্দ্রিয়জ থাকবেই।

বাস্তব ঘটনা সংক্রান্ত জ্ঞান কি ?

অভিন্নতা বা তাদাত্মের সম্বন্ধ , স্থান ও কালগত সম্বন্ধ এবং কার্যকরণ সম্বন্ধ - এই তিন প্রকার দার্শণিক সম্বন্ধ বাস্তব ঘটনা বিষয়ক জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত । ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেখানে সম্বন্ধগুলি অপরিবর্তনীয়, বাস্তব ঘটনা বিষয়ক জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সম্বন্ধগুলি পরিবর্তনের কথা চিন্তা করা যায় । এক্ষেত্রে বাস্তব পরিবর্তন না ঘটিয়েও , সম্বন্ধের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব । ধারনার সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান যেমন নিশ্চিন্ত অথবা স্বতঃসিদ্ধ ,বাস্তব ঘটনা বিষয়ক জ্ঞান, সেরূপ নিশ্চিত নয় ,বরং সম্ভাব্য । বাস্তব ঘটনা বিষয়ক বচনের সত্যতা অভিজ্ঞতা নির্ভর বা পরতসাধ্য । এই প্রকার জ্ঞান সংশ্লেষক বচনে প্রকাশিত হয় এবং বিপরীত বচন চিন্তা করা স্ব-বিরোধী হয় না - 'সূর্য আগামীকাল পূর্ব দিকে উঠবে' – এই বাস্তব ঘটনা সংক্রন্ত বচনের বিপরীত বচন ' সূর্য আগামীকাল পূর্ব দিকে উঠবে না ' – এরূপ চিন্তা করা যায় ।

কিভাবে হিউম আত্মার অভিন্নতার সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হয়েছেন ?

হিউমের মতে আত্মার অভিন্নতার ধারনায় বিশ্বাসটি কল্পনাজাত । সুখ ,দুঃখ প্রভৃতি সংবেদন ও ধারণাসমূহ সাদৃশ্য , সহ - অবস্থান ও কার্যকারণের নিয়মের দ্বারা অনুষঙ্গবদ্ধ হয় । পূর্ব-অভিজ্ঞতার বা প্রত্যণের প্রতিরূপগুলির পুনরুদ্রেক ঘটিয়ে স্মৃতি সেগুলিএ মধ্যে সাদৃশ্যের সম্বন্ধ স্থাপন করে । এই স্মৃতির জন্যই মানসিক প্রত্যক্ষণগুলির প্রতিরূপগুলির মধ্যে পারস্পর্য রূপ কার্যকারণ সম্বন্ধ বিষয়ে আমরা সচেতন হই এবং কাল্পনার সাহায্যে অভিন্নথার ধারণাকে বিচ্ছিন্ন

মানসিক প্রত্যক্ষণগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকি । এইজন্য স্মৃতিকেই ব্যক্তি অভিন্নতার ধারণার প্রধান উৎস বলা হয় ।

কার্যকারণ সম্বন্ধে হিউমের মত

কার্যকারণ সম্বন্ধে হিউমের মতকে সতত-সংযোগবাদ(Constant conjunction theory) অথবা নিয়ত পারস্পর্যের (Regularity theory)মতবাদ বলা হয় । হিউমের মত কারণ ও কার্য হল পূর্বগামী এবং অনুগামী- দুটি ঘটনার সতত সংযোগ ।দুটি ঘটনা পরপর, বারংবার ঘটছে- এরূপ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিয়ত পূর্বগামী ঘটনাকে, অনুগামী ঘটনার কিরণ বলা হয় । এইজন্য কারণের যৌক্তিক সংজ্ঞায় হিউম বলেছেন- কারণ হচ্ছে একটি বস্ যাকে অপর বস্তু অনিগমন করে, এবং প্রথমটির সদৃশ সকল বস্তুকে দ্বিতীয়টির সদৃশ সকল বস্তুকে অনুগমন করে ।

অনিবার্য কারণ বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন ?

অনিবার্য কারণের ধারনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন - যে দুটি ঘটনার (পূর্বগামী ও অনুগামী) নিয়ত সংযোগ দেখে অনুষঙ্গের নিয়মের দ্বারা এই দুটি ঘটনাকে সংযুক্ত করার ফলে পূর্বগামী ঘটনার কথাকে চিন্তা করলে , অনুগামী ঘটনাটিকে আমরা প্রত্যাশা করি । এই প্রত্যাশারূপ মানসিক সংস্কার বা অভ্যাস থেকেই অনিবার্য সংযোগের ধারনা উৎপন্ন হয় । সুতরাং হিউম কারণ ও কার্যরে মধ্যে যৌক্তিক অর্থে বস্তুগত ভাবে অনিবার্য সম্পর্ক স্বীকার না করলেও মনস্তাত্ত্বিক অনিবার্য সম্পর্ক স্বীকার করেন ।

হিউম কি সংশয়বাদী ?

হিউমকে সংশয়বাদী বলা যায় কারণ হিউম মনে করেন যে মানুষ তার বোধশক্তির দ্বারা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপকে জানাতে পারে না । আত্মা জড়জগৎ ও ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ জানা যায় না বলে, অধিবিদ্যা ও ধর্মের ক্ষেত্রে হিউমকে সংশয়বাদী বলা যায় । গাণিতিক সত্য এবং বাস্তব ঘটনা সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতামূলক সত্য যা কার্য-কারণ নির্ভর - তাকে হিউম অস্বীকার করেন নি বলে , এক্ষেত্রে হিউমকে পূর্ণ বা চূড়ান্ত সংশয়বাদী বলা যায় না । হিউম নিজের সংশয়বাদকে বিচারমূলক, লঘু, এবং সংযত বলেছেন , কারণ পর্যাপ্তপ্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়- সেই সমস্ত বিষয় থেকে সতর্ক থাকার জন্য এই সংশয়ের প্রয়োজন রয়েছে ।আবার মানুষের জ্ঞানের ক্ষমতাকে সংশয় করার জন্য, মানুষের আলোচনার সীমাবদ্ধ রাখা যায় এবং তার ফলে সাধারণ জীবন সম্পর্কে সংশোধিত এবং শৃঙ্খলায়িত চিন্তন দ্বারা যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে আসা যায় ।

পূর্বগামী সংশবাদ কি (antecedent scepticism) ? যে সংশবাদ সমস্ত রকমের আলোচনা ও দার্শণিক মত প্রতিষ্ঠার পূর্বগামী এবঁ প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা ও অনুসন্ধানের পূর্বেই যে ক্ষেত্রে সংশয় প্রকাশ করা হয় , তাকে পূর্বগামী সংশবাদ বলে ।উদাহরন স্বরূপ তিনি ডেকার্তের সংশয়বাদের কথা উল্লেখ করেছেন ।

অনুগামী সংশয়বাদ (consequent sceptecism) ?

যে মতবাদ অনুসারে সকল প্রকার বিশ্বাস ও অনুসন্ধানের ফল বা সিদ্ধান্তরূপে সংশয় উৎপন্ন হয় তাকে অনুগামী সংশয়বাদ বলে । আমাদের ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির ক্ষমতা সীমিত এবং সেই জন্য এগুলির দ্বারা যথার্থ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব কি না- এরূপ সংশয়ে উপনিত হলে, তাকে অনুগামী সংশয়বাদ বলে । এই সংশয়বাদ দুই প্রকার - ১)ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত সংশয়বাদ ২)বুদ্ধি-সংক্রান্ত সংশয়বাদ ।

ডেকার্তের পূর্বগামী সংশবাদের বিরূদ্ধে হিউমের আপত্তি

সংশয় পদ্ধতি প্রয়োগ করে কোন মৌলিক স্বতঃসিদ্ধ সূত্রে উপনিত হয়ে , তার থেকে যাবতীয় জ্ঞান নিঃসৃত করা যায় বলে , ডেকার্ত যে দাবী করেন তা ঠিক নয় , যেহেতু এরূপ কোন সত্য বস্তুত নেই । স্বজ্ঞার (intuition)দ্বারা লব্ধ অনেক স্বতঃসিদ্ধ সূত্র থাকলেও এগুলির মধ্যে কোন একটিকে মৌলিক বলে গ্রহণ করে , আরো বেশী জ্ঞান অর্জন করতে গেলে যে মানসিক বৃত্তির বা সামর্থ্যের উপর নির্ভর করতে হয় , তার বিরূদ্ধেই কার্তেজীয় সংশয় উত্থাপিত হয়েছে । কার্তেজীয় পূর্বগামী সংশয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণচি হচ্ছে চরম সংশয়- যার শেষ নেই । সংশয়কর্তার অস্তিত্ব প্রমানের উপযুক্ত যৌক্তিক নীতি গ্রহণ করার সুযোগ কার্তেজীয় সংশয়বাদে নেই ।

হিউমের মতে ধারণার অনুষঙ্গ নিয়ম

হিউমের মতে মনের ধারণা আমাদের স্মৃতিতে বা কল্পনায় জেগে ওঠে নিয়ম অনুসারে । যখন আমরা কোন জটিল বিষয়ে চিন্তা করি তখন যে ধারণাটি চিন্তা করি তখন যে ধারণাটি চিন্তার পরিমানার্থের সঙ্গে অসামঙজস্যপূর্ণ তাকে বর্জণ করি ।
ধারণার সংযোগের সূত্র হিসেবে হিউম তিনটি নীতির উল্লেখ করাছেন - সাদৃশ্যমূলক সূত্র , সান্নিধ্যমূলক সূত্র এবং কার্য-কারণ সূত্র । এই গুলিকে একত্রে হিউমের অনুসঙ্গ নিয়ম বলা হয় ।প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যা করা যায় মূলবস্তুর সঙ্গে তার প্রতিক্রিতির সম্বন্ধ প্রদর্শণ করে , দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা করা যায় একটি গাছের একটি অংশের সঙ্গে অপর একটি অংশের সংযোগ সম্বন্ধকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করে , তৃতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি আঘাতের সঙ্গে ব্যাখ্যার সংযোগ সম্পর্ককে উল্লেখ করেছেন ।